‘পুরস্কারের ঘোষণা হলো, দেয়া হলো না... রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে চা খেতেও ডাকা হয় না...’

মুস্তফা আনোয়ার

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান সরকারকে অস্বীকার করে, যাবতীয় সরকারি প্রশাসনিক রীতি-নিয়মকে ভেঙে তারা যদি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন না করতেন কালুরঘাট ট্রান্সমিশন সেন্টারে, তবে ২৬ ও ২৭ মার্চ, ’৭১-এ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এম এ হান্নান বা জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যেতো কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে জাতিকে উজ্জীবত করার আরো অনেক অনুষ্ঠানই হয়তো শোনা হতো না। ৩০ মার্চ মধ্যরাতে পাকি বাহিনীর বিমান থেকে প্রচন্ড বোমা হামলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পুড়ে গেল সেই সেন্টার। এর মধ্যেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করা ওই দুর্বার সাহসী ১০ তরুণ ধ্বংসস্তূপ থেকে ১ কিলোওয়াট শক্তির একটি ট্রান্সমিটার উঠিয়ে নিয়ে ট্রাকে করে ছুটে চললেন। ২৫ মে’র আগ পর্যন্ত তারা পাকিস্তানিদের হামলা, মৃত্যুকে পরোয়া না করে ছুটেছেন বিভিন্ন প্রান্তে, ভারত সীমান্তে, সুযোগ পেলেই প্রচার করেছেন অনুষ্ঠান।
অথচ, তাদের আজ পর্যন্ত দেয়া হয়নি কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। ১৯৭৫ সালে ১০ তরুণকে স্বর্ণপদক দেবার ঘোষণা দিয়েছিলেন তখনকার সরকার, সাহসী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে। সেই স্বীকৃতি আজো মেলেনি। রাষ্ট্রীয় হিমাগারে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করা ওই স্বীকৃতিপত্র জমিয়ে রাখা হচ্ছে কেন... লিখেছেন **শামীমা বিন্‌তে রহমান**

‘কত দিন বলবো, হাউ মাচ, কেন বলবো? হোয়াই, হোয়াই, হোয়াই? একাত্তরে অনেক ঘটনা নিয়ে অনেক কিছু হলো, স্বীকৃতি মিললো, অথচ কিছু তরুণ জীবন বাজি রেখে তারুণ্যের স্বভাবগতিতে পাকি হানাদার বাহিনীর গুঁড়িয়ে দেয়া কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের ধ্বংসস্তূপ থেকে ট্রান্সমিটার উদ্ধার করে সেটা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা। সুযোগ পেলেই প্রচার করছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। যুদ্ধে জেতার মনোবল যুগিয়ে যাচ্ছে পুরো জাতিকে। অথচ তারা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ব্রডকাস্টের জায়গা চিহ্নিত করতে পারলেই পাকিরা গুঁড়িয়ে দেবে, মেরে ফেলবে...।

কেউ এ ব্যাপারটাই জানতে চায় না। সরি। হ্যাঁ সরি। আমি এক্সাইটেড হয়ে গেছি। আমরা এক্সাইটেড হই এ জন্যে যে প্রতিবার মার্চ মাস এলে অনেকেই আসে, খোঁজ নেয়। আজেবাজে, ফালতু, ন্যক্কারজনক প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনি তো তখন চট্টগ্রাম বেতারে ছিলেন, বলুন তো, কার গলায় স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছিলেন, কে দিয়েছিলেন? ইনি দিয়েছিলেন না তিনি দিয়েছিলেন? কখন শুনেছিলেন?’

এরপর কিছুক্ষণ চুপ এবং আবার উত্তেজিতভাবে বললেন, ‘১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ তথ্য মন্ত্রণালয়ের হ্যান্ডআউটে সরকার একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১০ উদ্যোক্তা তরুণকে স্বর্ণপদক দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমার কাছে হ্যান্ডআউটের কপি আছে। ২৭ মার্চ সবগুলো প্রধান দৈনিকে আমাদের ছবি ছাপিয়ে নিউজও বেরিয়েছিল। আমার প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হওয়ার পরও ওই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কেন আমাদের এখনও দেয়া হলো না, যদি নাই দিতে চায়, তবে এটাকে বাতিল করা হোক। স্বাধীনতার ৩৪ বছরে এসেও আমাদের অপমান করার তো দরকার নেই...’।

তিনি প্রধানত কবি। মুস্তফা আনোয়ার। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত নৃশংসতম হামলায় পূর্ব বাংলা যখন দিশেহারা এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন পাকিস্তান সরকারের অধীনে

থেকে প্রথম পাকি সরকারের নির্দেশ অমান্য করেছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, এর একজন ছিলেন তিনি। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সাহসী ১০ কর্মকর্তা আগ্রাবাদের ব্রডকাস্টিং হাউস থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে গিয়ে চালু করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, এর একজন ছিলেন তিনি। ৩০ মার্চ, পাকিস্তানিদের প্রথম বিমান হামলার শিকারে পরিণত হয় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র। এরপর ৩১ মার্চ বিধ্বস্ত ট্রান্সমিটার ভবন থেকে ১ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য জীবন বাজি রেখেছিল যে ১০ তরুণ, তাতেও তিনি ছিলেন একজন। তিনিই প্রথম নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ হওয়ার পরও একাত্তরের বাংলা নববর্ষে, মুজিব নগর সরকার গঠিত হবার আগেই, ভারত সীমান্তে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম পাঠ করেন বৈশাখ আর যুদ্ধ নিয়ে স্বরচিত কবিতা 'বৈশাখের রুদ্র জামা।'

৩০ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে বোমা হামলার পর ৩১ মার্চ থেকে ২৫ মে মুজিবনগরে মুজিব নগর সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালিত হবার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, প্রতি মুহূর্তে হামলার শিকার হওয়ার আতঙ্ক, সন্দেহ। ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বাধীনতায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১০ প্রতিষ্ঠাতা তরুণের একজন বেলাল মোহাম্মদ বলেছিলেন, ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ, ১৯৭১ সাল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়, এরপর ৩১ মার্চ থেকে ২৫ মে দ্বিতীয় আর ২৫ মে থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত পরবর্তী পর্যায়। কিন্তু ৩০ মার্চের পর বিমান হামলার পর আমরা যে সংগঠিত সংঘবদ্ধ থেকে ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টাল করে মুক্ত অঞ্চলে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে পেরেছিলাম, সেটাই হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং ইতিহাস।'

সেই অনিশ্চিত আর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে জানবার আগ্রহেই যোগাযোগ করা হয় কবি ও রেডিও বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নেয়া মুস্তফা আনোয়ারের সঙ্গে। তিনি কথা বলতে খুবই অনাগ্রহী ছিলেন। প্রচন্ড ক্ষোভ আর স্বপ্ন ভঙ্গের অনিবার্য আর্তনাদে সাক্ষাৎকার জাতীয় কোন কিছুতেই আগ্রহী ছিলেন না। তবে কথা বলেছেন খানিকটা স্মৃতিচারণের ঢঙে, তার শান্তিনগরের বাসায়। দুই বারের বাৎচিতে একবার তিনি তার সদ্য লেখা তিনটি কবিতা পড়ে শোনান। বারবার বলছিলেন, 'দেখো

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৮১ : ২৭শে মার্চ, ১৯৭৫

যারা স্বর্ণপদক পেলেন

সেই সময়ের দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত অন্যান্যদের সঙ্গে g¯dv Av‡bvqvi

আমি অনেক কিছুই ভুলে গেছি, বলতে চাই না তাই। কিন্তু লেখায় আবার আমাকে হিরো বানানোর চেষ্টা করবে না। কারণ, ওটা সবার সম্মিলিত ঘটনা। ওখানে কোনো একক হিরো নেই।'

৩১ মার্চ থেকে ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র টিমের অনিশ্চিত, রুদ্ধশ্বাস যাত্রা: ২৫ মার্চ ঢাকায় ক্র্যাক ডাউনের খবর ভোরেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে পৌঁছার পরই বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু একটা করার কথা ভাবেন বিক্ষিপ্তভাবে। এর আগেই, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে ভাষণের পর পাকিস্তান রেডিও নাম পাল্টে সবগুলো আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র নিজেদের নামেই বেতার কেন্দ্রের নাম প্রচার করতে থাকে, যেমন রাজশাহী বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র এরকম। ২৬ মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত একটি দল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে কিছুক্ষণের জন্য অনুষ্ঠান চালু করে। সন্ধ্যার দিকে বেতার প্রকৌশলী ও প্রোগ্রাম প্রডিউসারদের একটি দল রাত সাড়ে সাতটার দিকে কালুরঘাট গিয়ে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের একটি কক্ষকে স্টুডিও বানিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। আবুল কাশেম সন্দীপের কণ্ঠে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় নতুন এ বেতার কেন্দ্রের। এ দলে সন্দীপ ছাড়াও ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, প্রোগ্রাম প্রডিউসার আব্দুল্লাহ আল ফারুক, মুস্তফা আনোয়ার, বেতার প্রকৌশলী সৈয়দ আহমদ শাকের, টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট রাশিদুল হাসান, আমিনুর রহমান, টেকনিক্যাল অপারেটর রেজাউল করিম চৌধুরী, শরফুজ্জামান ও কাজী হাবিব উদ্দিন আহমদ। মুস্তফা আনোয়ার জানান, '৩০ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, কথিকা প্রচারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচার কাজ চলে। ৩০ মার্চ রাতে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের ওপর চলে পাকিবাহিনীর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ। ওটাই ছিলো পাকিস্তানিদের প্রথম বিমান আক্রমণ। ১০ কিলোওয়াটের পুরো ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের বেশির ভাগই বিচ্ছিন্ন, লন্ডভন্ড হয়ে যায়। ৩১ মার্চ সকালে সবাই কেন্দ্রে জমায়েত হই। আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছিল মেরামতের। কিন্তু তা ছিল সময়সাপেক্ষ। আবার হানাদার বাহিনী চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে গিয়েছিল খবর পাওয়া গেছে। অনন্যোপায় হয়ে ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার ট্রান্সমিটার বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়। এটা বিচ্ছিন্ন করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরপর সেটি খুলে একটি ট্রাকে তুলে দিয়ে, অপর ট্রাকে জেনারেটর তুলে একটি বেসরকারি সংস্থার মাইক্রো গাড়িতে চড়ে উঠে পড়ি ১০ তরুণ। প্রাথমিক স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল পটিয়া। যারাই এতে অংশ নিয়েছিল, সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল।

ওই ঘটনা আওয়ামী লীগও ঘটায়নি, কমিউনিস্ট পার্টিও ঘটায়নি। অল ইয়াং অফিসার ডিড ইট। বলতে পারো সেটা ছিল তারুণ্যেরই স্বভাবসুলভ গতি। সাহস, পিছুটানহীন। ট্রান্সমিটার খুলে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমরা যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে চাই। জানাতে চাই। আমাদের কথা বলার আছে। তখন তো অবস্থা ছিল ডু অর ডাই। আর ব্যাক করা? করবো কেন? তারুণ্য কি বলে? ব্যাক করার কথা তো বলে না।'

মানে আস্ত ট্রান্সমিটার বহন করে ছুটছিলেন?

'ট্রান্সমিটার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, ওটা কেরি করা হয়েছিল, রি-ইনস্টল করা হয়েছিল, এরপর ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল।

দুই ট্রাকে করে ট্রান্সমিটার আর জেনারেটর নিয়ে মাইক্রোবাসে করে যখন যাচ্ছিলাম, দেখি রাস্তায় অসংখ্য মানুষ, সবাই ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। শহর ছেড়ে গ্রামে অথবা গ্রাম ছেড়ে ভারত সীমান্তে। সবাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছে। চারিদিকে অসম্ভব সন্দেহ। কি হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। টোটাল বাঙালি সমাজ চাচ্ছিল যুদ্ধে জয়।

পটিয়ায় গিয়ে কি হয়েছিল খুব স্পষ্ট মনে নেই। এটুকু মনে আছে আমরা ওখানে গিয়ে ট্রান্সমিটার চালু করে ব্রডকাস্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুবই আতঙ্কে ছিলাম। যদি

এখানেও আবার বোমারু বিমান হামলা চালায়। এরপর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমরা ভারতীয় সীমান্তের দিকে যাবো। সে অনুযায়ী রামগড়ের উদ্দেশে আবার যাত্রা শুরু করি। ৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল আমরা শুধু যাত্রা পথেই ছিলাম। ৩ এপ্রিল নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে রামগড়ে গিয়ে পৌঁছাই। আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের নাম ছিলো এনাম। অসাধারণ। এখনও ভুলতে পারি না। ২২/২৩ বছরের এক যুবক। বন-জঙ্গল, মাঠ, উঁচু-নিচু পথ দিয়ে, পাক আর্মির দৃষ্টিসীমাকে এড়িয়ে আমাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। এ সময়কালে অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছিল বন্ধ।

ওখানে পৌঁছার পর ভারতের তথ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথিকের সহায়তায় আমরা মোটামুটি শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার পাই। আবার প্রচার কাজ শুরু করি। সংবাদ বুলেটিন, কথিকা, গান প্রচার করতে থাকি। রামগড়ের এ জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না। সেখানে আমরা ছিলাম ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ৮ এপ্রিল সকালে একবার অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়। এরপর হঠাৎ করে ওখানকার সীমান্তরক্ষী বাহিনী সিদ্ধান্ত নিলো আমাদের স্থান চেঞ্জ করতে হবে। তো আবার ছুট। আমরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠলাম। ওটা ছিল আগরতলা শহরের কাছে। ওখানে দুই-এক দিন থাকার পর আবার স্থানান্তর, আগরতলা শহরের ভেতর ভালো একটি জায়গায়। যেখান থেকে আগের চাইতে ভালো করে রেকর্ড এবং ব্রডকাস্টিংয়ের কাজ করা সম্ভব। মাঝে ৪ দিন বন্ধ থাকার পর আবার ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথম কথিকাটি ছিল বেলাল মোহাম্মদের। দ্বিতীয় কথিকাটি ছিল আমার। তখন নববর্ষ উদ্‌যাপন ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তারপরও ১৫ এপ্রিল (বাংলা নববর্ষ ছিল তখন ১৫ এপ্রিলে) নববর্ষ উপলক্ষে আমি ভারত সীমান্তে মুক্তাঞ্চল থেকে পাঠ করি আমার লেখা কবিতা 'বৈশাখের রুদ্র জামা'। এটিই ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত প্রথম কবিতা। মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার দু'দিন আগে এটি প্রচারিত হয়েছিল।'

তথ্যটি জানানোর পরই মুস্তফা আনোয়ার সে সময়ে লেটার প্রেসে একটি সাদা কাগজে মুদ্রিত তার কবিতাটি দিলেন। এটি তার কোন কবিতার বইয়ে গ্রন্থিত নেই।

বৈশাখের রুদ্র জামা

মুস্তফা আনোয়ার

বৈশাখের রুদ্র জামা আমাকে পরিয়ে দে মা/ আমি তোর উজাড় ভাঁড়ারে বারুদের গন্ধ বুক ভরে নেব।/ এখন তোর ভীষণ রোগ, গায়ে চুলো গন্ গন্ করছে,/ আমাকে পুড়িয়ে দিলি মা। নাৎসী হাওয়া তোর/ পিদিমে ফুঁ দিতেই, চপ চপ করে ভিজে গেল মুখ/ এতো রক্ত কেনরে মা, এত রক্ত কোন দিন আমি দেখিনি–/ দেখিনি মা।/ আমি জানি আমার শার্টের রক্তের দগ্‌দগে চিহ্ন/ তোর পতাকার বুকের ভিতর দাউ দাউ জ্বলছে।/ আমি রক্তের প্রতিশোধ নেব মারে/ রক্তের বদলে আমি রক্ত শুষে খাব।/ যেন আমি এক রক্তপায়ী রাগী ঈশ্বরের/ গর্‌গরে কণ্ঠস্বর হ'য়ে গেছি।/ ঘর নেই, বোন নেই, ভাই নেই, নেই নেই,/ মারে আমার কিছুই নেই– শুধু ক্ষুধা রাইফেল/ দাঁতে দাঁত চেপে খুঁজে ফেরে শত্রুর খুনি ছাউনি,/ লোভাতুর হাত শুধু চায় শত্রুকে হত্যার/ হত্যার, হত্যার এই বিনিদ্র রক্তাক্ত উল্লাস।/ এবার নববর্ষের দেয়া তোর বৈশাখী জামায়,/ ওদের রক্তে ভিজিয়ে তোর পায়ে এনে/ দেবো মারে।/ বৈশাখের রুদ্র জামা আমাকে পরিয়ে দে মা।/

২১ এপ্রিল প্রচারিত হয় 'সাম্প্রদায়িকতা : সামন্তবাদ প্রসঙ্গ' শিরোনামের তার কথিকা। বললেন, 'তখন আমরা ভারত সীমান্তের মুক্তাঞ্চলে ছিলাম তো। ভারতীয় শিল্পীরা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। এ কথিকাটি পাঠ করেছিলেন দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তার গলা তো দারুণ সুন্দর। ওতে আমার একটি স্লোগান ছিল 'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি।' এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইংলিশসহ ছ'টি ভাষায় এ স্লোগানটি প্রচার করা হয়েছিল। এর ওপর ভিত্তি করেই কামরুল হাসানের বিখ্যাত স্কেচটি হয়েছিল, আইয়ুব খানকে নিয়ে।

আগরতলাতেই বিভিন্ন স্থানে জায়গা বদল করে করে ২৫ মে'র আগ পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান প্রচার। এর মধ্যে আমরা নাম বদল করে ছদ্ম নাম নিয়েছি। এরপর মুজিবনগর সরকারের পুরো তত্ত্বাবধানে আরো শক্তিশালী কিলোওয়াট যুক্ত করে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরবর্তী পর্যায়।'

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বৃদ্ধাঙ্গুলি

পাকিস্তান সরকারকে অস্বীকার করার প্রথম ঘটনাই ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গঠন। মুস্তফা আনোয়ার বললেন, 'আমরাই প্রথম। তখন ধরা পড়লে প্রত্যেকেই পাকি আর্মিদের হাতে কুকুরের মতো মারা যেত। মৃত্যুভয়কে তো আমরা তোয়াক্কা করিনি। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে আমরাই চালু করি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ট্রান্সমিটার খুলে নেয়া, আবার ইনস্টল করা, ব্রডকাস্ট করা খুব সহজ কথা নয়। অথচ এর স্বীকৃতি মিললো কি?

আজকে বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীর প্রতীক নানা ক্যাটাগরির রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেখি। অথচ আমাদের কখনো কোনো দিন রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে এক কাপ চা খেতে তো কেউ ডাকেইনি, আমন্ত্রণ তো দূরের ব্যাপার।'

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত তথ্য বিবরণীতে (নং ১০০৮৫)

স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য অবদানের জন্যে ২২ জন শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতার কর্মীকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২৫ মার্চ, ১৯৭৫ সালে এ তথ্য বিবরণীটি বের হয়। এরপর ২৭ মার্চ, ১৯৭৫ দৈনিক বাংলাসহ বিভিন্ন দৈনিকে তাদের ফটোগ্রাফসহ সংবাদ পরিবেশিত হয়। চট্টগ্রামে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বীকৃতি হিসেবে স্বর্ণপদক পান চট্টগ্রাম বেতারের ১০ কর্মী। ২২ জনের মধ্যে বাকি ৮ জন ছিলেন শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ৪ জন ছিলেন ভারতীয় শিল্পী ও বেতার কর্মী। তখনকার তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১১ সদস্যের একটি নির্বাচক দল পদকের জন্য এদের মনোনয়ন করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের পর অনেকবার ২৫ মার্চ আর ১৬ ডিসেম্বর এসে গেছে, কিন্তু এ স্বীকৃতির কোনো বাস্তব রূপ লাভ করেনি।

মুস্তফা আনোয়ার জানান, 'এদের মধ্যে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ মারা গেছেন। আব্দুল্লাহ আল ফারুক আছেন জার্মানির ডয়েচ এ ভ্যালে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে। বেলাল মোহাম্মদ প্রায়ই দেশে থাকেন না, কিন্তু আর বাকি সবাই এই ঢাকাতেই আছে, কখনোই খোঁজ নেয়া হয়নি আমাদের, কখনোই না।

এটা জাতির জন্য খুব দুঃখের ব্যাপার। আসলে আমরা বুড়োগুলো না মরলে হবে না। মাটি মাটি তো যাবে না। মাটি থাকবে। এখন যারা ক্ষমতায় আছে, আর যার আসতে চাচ্ছে, এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এরা তো পিপলের পার্টি না। এরা তো চেগুয়েভারা না! ক্যাস্ট্রো না। এরা বিপ্লব করে না।

আসলে এসব নিয়ে বহু লেখা হয়েছে, পদক দেয়া হচ্ছে না কেন, পদক দেয়া হোক। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঠিক আছে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যদি সরকার দিতে না চায়, তবে তা বাতিল করুক। তারা স্পষ্ট করে বলুক, স্বীকৃতি দিতে চাই না, এটা বাতিল করা হলো। বলুক। আমি চাই সরকার একটা কিছু বলুক। ঝুলিয়ে রাখা যেন না হয়।'